গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৩ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব ওবায়দুল কাদের, মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

তারিখ : ০৮/১/২০১৫

সময় : বেলা ১২:০০ টা

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-'ক'

সভার সভাপতি জনাব ওবায়দুল কাদের, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর সদয় সম্মতিক্রমে সেতু বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১: ১০২ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ১০২ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোকপাত করে এতে আলোচনাসহ সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দের আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। ১০২তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ১০২ তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক গত ২৭/০৩/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০২ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় অবহিত করেন। সভায় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মালিকানাধীন গাড়ীসমূহ সেতু বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সেতুসমূহে চলাচলের ক্ষেত্রে টোল প্রদান হতে অব্যাহতি দানের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির সুপারিশ উপস্থাপন করা হলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সম্মানিত সদস্যগণ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ব্যতীত আর কারও ক্ষেত্রে টোল প্রদানে অব্যাহতির নজির নেই।

২.২। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মালিকানাধীন গাড়ীসমূহ সেতু বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সেতুসমূহে চলাচলের ক্ষেত্রে টোল প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি আপাতত: স্থগিত থাকবে।

আলোচ্যসূচি-৩: যমুনা রিসোর্ট লি: (জেআরএল) কর্তৃক Certificate of Satisfaction স্বাক্ষর।

যমুনা রিসোর্ট লি: কর্তৃক Certificate of Satisfaction স্বাক্ষরের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পাড়ে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) এবং যমুনা রিসোর্ট লি: (জেআরএল)-এর মধ্যে গত ২১/১১/১৯৯৯

তারিখে স্বাক্ষরিত কনসেশন চুক্তি অনুযায়ী ৭টি এলাকায় মোট ১৩৯.৮৬ হেক্টর জমি হস্তান্তরের কথা থাকলেও যৌথ পরিমাপে হস্তান্তরযোগ্য জমির পরিমাণ ১৬৩.৮০ হেক্টর পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিভিন্ন সময় মোট ১৬২.৪৫১০ হেক্টর জমি হস্তান্তর করা হয়। চুক্তিতে জেআরএল কর্তৃক detailed building plans, architectural drawing and site survey শুরুর জন্য যতটুকু জমি প্রয়োজন ততটুকু হস্তান্তর করা হলে Certificate of Satisfaction (cs) স্বাক্ষরের শর্ত রয়েছে। তবে ১৬২.৪৫১০ হেক্টর জমি হস্তান্তর করায় ২০০৬ সাল হতে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রায় প্রতি সভায় cs স্বাক্ষরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলেও বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে জেআরএল অদ্যাবধি তা স্বাক্ষর করেনি।

৩.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, কর্তৃপক্ষের ৯৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেতু বিভাগের যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)কে আহবায়ক করে গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি CS স্বাক্ষরের পক্ষে সুপারিশ করে। অন্যদিকে জেআরএল-এর পক্ষ হতে ইজারাকৃত জমি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে না পারায়, ই-৫ এলাকায় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বন্ধ রাখায় এবং ই-৭ এলাকার জন্য দাখিলকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার কারণ দেখিয়ে চুক্তির মেয়াদ ৫(পাঁচ) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়।

৩.৩। নির্বাহী পরিচালক আরোও উল্লেখ করেন যে, বিষয়টি নিয়ে সেতু কর্তৃপক্ষ এবং জেআরএল-এর মধ্যে কয়েক দফা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু চুক্তির মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে জেআরএল পূর্বের অবস্থানে অনড় থাকায় এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ গত ০২/১২/২০১৪ তারিখে সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ও জেআরএল-এর চেয়ারম্যানের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভায় বিষয়টিও আরবিট্রেশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা অথবা সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.৪। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) যমুনা রিসোর্ট লি: কর্তৃক Certificate of Satisfaction ২০০০ সালের মে মাস থেকে কার্যকর হবে।

(খ) এ বিষয়ে জেআরএল সম্মত না হলে আইনানুগভাবে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৪: যমুনা রিসোর্ট লি: (জেআরএল) কর্তৃক প্রদেয় বার্ষিক বর্ধিত ভাড়া নির্ধারণ ও বকেয়া ভাড়া পরিশোধ।

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয়ে যমুনা রিসোর্ট লি: (জেআরএল) এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) Retail Price Index (RPI) অনুযায়ী বার্ষিক ভাড়া সমন্বয়ের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বিবিএস RPI প্রকাশ না করায় Consumer Price Index (CPI)-এর Non-food Item Index-এর ভিত্তিতে বার্ষিক ভাড়া বৃদ্ধির হার নির্ধারণে করা হয়। জেআরএল কর্তৃক প্রণীত হিসাব অনুযায়ী মোট ভাড়ার পরিমাণ ১৫৪৯.০০ লক্ষ টাকা। অপরদিকে বাসেক কর্তৃক প্রণীত হিসাব অনুযায়ী ভাড়ার পরিমাণ হয় ১৯৩৪.৩৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ দু'পক্ষের মধ্যে পার্থক্যের পরিমান (১৯৩৪.৩৯ - ১৫৪৯.০০) = ৩৮৫.৩৯ লক্ষ টাকা।

৪.২। বর্ণিত পার্থক্যের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাসেক প্রণীত হিসাবে ১ম বছর অর্থাৎ ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের ভাড়ার হারকে ভিত্তি ধরে উক্ত ভিত্তি বছরের তুলনায় পরবর্তী প্রত্যেক বছরে CPI Non-food Item Index এ যে পরিবর্তন বা বৃদ্ধি হয়েছে, তা ভিত্তি বছরের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। অপরদিকে জেআরএল-এর হিসাবে ১ম বছর অর্থাৎ ১৯৯৯-২০০০কে ভিত্তি বছর ধরে প্রত্যেক বছরের তুলনায় (ভিত্তি বছর নয়) পরবর্তী প্রত্যেক বছরে CPI-এর Non-food Item Index-এ যে পরিবর্তন/বৃদ্ধি ঘটেছে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে তা ভিত্তি বছরের সাথে যোগ করা হয়েছে।

৪.৩। নির্বাহী পরিচালক আরোও উল্লেখ করেন যে, বার্ষিক ভাড়া বৃদ্ধির হার নির্ধারণে পার্থক্য দেখা দেওয়ায় এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে লেজিসলেটিভ এ সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে বাসেক কর্তৃক অনুসৃত ভাড়া বৃদ্ধির হিসাব পদ্ধতি সংগত বা যৌক্তিক মর্মে মত দেয় এবং বিবিএস হতে বাসেক কর্তৃক অনুসৃত হিসাব পদ্ধতির সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়। সেতু কর্তৃপক্ষের হিসাব পদ্বতি অনুযায়ী জেআরএল-এর নিকট জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট পাওনার পরিমান দাড়িয়েছে ১২,০৯,৫৫,০৩৫.০০ টাকা। কিন্তু জেআরএল বাসেক কর্তৃক অনুসৃত হিসাব পদ্ধতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে অদ্যাবধি উক্ত অর্থ পরিশোধ করেনি। তাছাড়া অন্যান্য কারণে মূল ভাড়া বাবদ জেআরএল-এর নিকট পাওনার পরিমান ৩,৫১,৭২,৩৯৪.৪৫ টাকা। সর্বশেষ গত ০২/১২/২০১৪ তারিখে সেতু কর্তৃপক্ষ এবং জেআরএল এর মধ্যে অনুষ্ঠিত সভায় বার্ষিক ভাড়া বৃদ্ধির হার নির্ধারণ এবং জেআরএল-এর নিকট পাওনার বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪.৫। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) বাসেক নির্ধারিত বকেয়া দাবী সম্মত বিবেচনায় জেআরএল-কে তা পরিশোধের চিঠি দিতে হবে।

(খ) জেআরএল তা পরিশোধে সম্মত না হলে সেক্ষেত্রে আইনানুগভাবে তা আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৫: <u>বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুমোদন।</u>

নির্বাহী পরিচালক এর অনুমতিক্রমে সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রণীত খসড়া "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা" সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, সেতু কর্তৃপক্ষের ৪৯তম বোর্ড সভায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুমোদিত হয়। বিদ্যমান উক্ত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সংশোধনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক প্রণীত এ সংক্রান্ত খসড়া আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ৯৯তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে অর্থ বিভাগ হতে সর্বশেষ জারিকৃত Delegation of Financial Power এর আলোকে এবং অন্যান্য স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় বিদ্যমান প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুসরণ এটি চূড়ান্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫.২। এ প্রসঙ্গে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, এ বিষয়ে গঠিত কমিটি অর্থ বিভাগের সর্বশেষ জারিকৃত Delegation of Financial Power এর মডেল এবং রাজউক ও বিআইডব্লিউটিসি-এর প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা আদেশ পরীক্ষা করে ৯৯তম বোর্ড সভায় উপস্থাপিত "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা" যথাযথভাবে করা হয়েছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করে এটির সংশোধনীর প্রয়োজন নেই মর্মে জানায়। এ পর্যায়ে সভায় উপস্থাপিত সম্মানিত সদস্যগণ বর্ণিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষন করেন।

৫.৩। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

প্রস্তাবিত "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা" সভায় অনুমোদিত হয়। বর্ণিত ক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৬: <u>''বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায় দোকানপাট ভাড়া প্রদান'' সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুমোদন।</u>

নির্বাহী পরিচালক এর অনুমতিক্রমে সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন) বঙ্গবন্ধু সেতুর পুনর্বাসন এলাকার দোকানপাট ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত খসড়া নির্দেশিকা সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতুর পুনর্বাসন এলাকায় হাট বাজারের জন্য নির্ধারিত স্থানে হাট বাজার স্থাপন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

এবং প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা ৮৮ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন করে এর উপর মতামত প্রদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং তাগিদপত্র দেওয়ার পরও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

৬.২। এ প্রসঙ্গে সভায় জানানো হয় যে, পুনর্বাসন এলাকার দোকানপাটের জন্য নির্ধারিত স্থানে শেড নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এতদসংক্রান্ত কোন নীতিমালা/নির্দেশিকা না থাকায় উক্ত শেড ও দোকানপাট ভাড়া প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দোকানপাটের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রচুর অবৈধ ঘর-বাড়ী ও দোকানপাট গড়ে উঠছে। অথচ এগুলো ভাড়া দেয়া হলে সেতু কর্তৃপক্ষের প্রতিবছর রাজস্ব আয় হবে এবং দরিদ্র জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এ সকল বিষয় বিচেনায় প্রণীত খসড়া ''বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায় দোকানপাট ভাড়া প্রদান'' শীর্ষক নির্দেশিকা অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

৬.৩। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রতিনিধি নির্দেশিকায় বছর বছর নবায়নের শর্ত থাকার পরও দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ১০ বছরের জন্য ভাড়া প্রদান যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা তা খতিয়ে দখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জবাবে সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, ভাড়া নিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিষয়টি পর্যালোচনা করা সাপেক্ষে প্রস্তাবিত ''বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায় দোকানপাট ভাড়া প্রদান'' শীর্ষক নির্দেশিকা অনুমোদনের বিষয়ে সভায় একমত পোষন করা হয়।

৬.৪। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

প্রস্তাবিত ''বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায় দোকানপাট ভাড়া প্রদান'' শীর্ষক নির্দেশিকা সভায় অনুমোদিত হয়। তবে এটি জারীর পূর্বে ভাড়া প্রদানের সময় নির্ধারণের বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে এবং এ বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৭: বঙ্গবন্ধু সেতুর বক্সের ভিতরের সৃষ্ট ফাটল মেরামত।

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, সেতুর Deck surface এর সৃষ্ট ফাটল আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান "China Communication Construction Company (CCCC)" এর মাধ্যমে মেরামত করা হয়েছে। সে সময় বক্সের ভিতরও ফাটল চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু Deck এর উপরের সৃষ্ট ফাটল অধিকতর ঝুকিপূর্ণ হওয়ায় বক্সের ভিতরের সৃষ্ঠ ফাটল মেরামতের বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে শুধুমাত্র Deck এর উপরের ফাটল মেরামত করা হয়। বর্তমানে বক্সের ভিতরে সৃষ্ট ফাটলের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বুয়েট বিশেষজ্ঞ টীম সহ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সেতুর ভিতরের ফাটল পরিদর্শন করে এগুলো জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন মর্মে মত দিয়েছে।

৭.৩। সভায় আরোও জানানো হয় যে, বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বর্ণিত কাজের জন্য নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন অনুযায়ী ইতোমধ্যে দরপত্রও আহবান করা হয়েছে। উক্ত ফাটল মেরামত কাজের জন্য মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১১৫ কোটি টাকা। ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত করত: যথাসময়ে উক্ত ফাটল মেরামতের কাজ শুরু হবে বলে সভায় জানানো হয়।

৭.৩। এমতাবস্থায়, বক্সের ভিতরের ফাটল মেরামত কাজের জন্য গৃহীত বর্ণিত কার্যক্রমের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ অবহিত হন।

আলোচ্যসূচি-৮: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেট।

নির্বাহী পরিচালক এর অনুমতিক্রমে সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মূল বাজেট সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

(কোটি টাকা)

আয়			ব্যয়		
বিবরণ	২০১৩-১৪ (সংশোধিত)	২০১৪-১৫	বিবরণ	২০১৩-১৪ (সংশোধিত)	২০১৪-১৫
বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আয়	৩৫৮.৯৭	৩৬৩.৩০	বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা	১৭.৫০	১৭.৩০
বঙ্গবন্ধু সেতুর রেল ট্যারিফ	১.০০	০.৫০	মুক্তারপুর সেতু পরিচালনা	০.১০	৩.৩৫
বঙ্গবন্ধু সেতুর বিদ্যুত ট্যারিফ	০.০৫	০.০৫	বঙ্গবন্ধু সেতু মেরামত	৬৯.২৯	১৩২.৩২
বঙ্গবন্ধু সেতুর গ্যাস ট্যারিফ	২.৩২	০.৯২	মুক্তারপুর সেতু মেরামত	২.৩৫	২.১৩
বিটিসিএল লীজ	০.৩৭	০.৩৭	বেতন-ভাতা	৪.৬৯	৪.৮৫
বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় অন্যান্য লীজ	৩.৬৯	৩.৯৪	সরবরাহ ও সেবা	১১.০১	৭.৮২
বঙ্গবন্ধু সেতুর অন্যান্য অপারেটিং আয়	০.১৫	০.১৫	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.৯৯	০.৭০
মুক্তারপুর সেতুর লীজ	৬.৯৫	৭.০০	বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ (আসল+বিনিময় হার+সুদ)	২১০.৮৪	২৪১.৯৬
ব্যাংক সুদ	১১৩.৫০	১১৩.৫০	সাহায্য ও মঞ্জুরী	০.৬২	০.৬১
অন্যান্য	২.৭৯	২.৫২	মূলধনী ব্যয়	৮.৩১	১৫.৪২
			অবচয় তহবিলের সুদ বিনিয়োগ	৫৬.০০	৫৬.০০
			অন্যান্য মূলধনী ব্যয়	০.১৮	০.১৮
			লভ্যাংশ পরিশোধ	১০.০০	১০.০০
			প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ ফেরত	৩৬.৪১	১০.০০
			অবচয়	৭৯.৩৮	৭৯.৩৭
			টোলের উপর ভ্যাট	৪৭.০০	৪৭.৫০
			আয়কর	৩৬.১৬	৪৬.৭৫
মোট=	৪৮৯.৭৯	৪৯২.২৫	মোট=	৫৯০.৮৩	৬৭৬.২৬
			ঘাটতি=	১০১.০৪	১৮৪.০১

৮.২। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বর্ণিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মূল বাজেটের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ অবহিত হন।

আলোচ্যসূচি-৯ বিবিধ-ক: কর্ণফুলী টানেল নির্মাণের পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করা।

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, কর্ণফুলী টানেল নির্মাণে সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষা পরিচালনার সময় চট্রগ্রামের সকল সংস্থা ও স্ট্যাকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে টানেলের এলাইনমেন্ট এবং রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত টানেল নির্মাণে চীনা

সরকারি প্রতিষ্ঠান China Communication Construction Co. Ltd. (CCCC)এর সাথে ২২/১২/২০১৪ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। টানেল নির্মাণে CCC C–কে নিয়োগের বিষয়টি চীন সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে নেগোসিয়েশন করত: বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। চলতি বছরেই টানেলের নির্মাণ কাজ শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে। এ জন্য নির্মাণ পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কাজ যেমন: Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Action Plan (RAP), Environmental Management Plan (EMP) প্রণয়নের কাজ জুলাই'১৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করতে ব্যয় হবে প্রায় ৮০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত অর্থ আপাতত: সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করা হবে এবং পরবর্তীতে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের পর প্রকল্পের সংশ্লিস্ট খাত হতে সমন্বয় করা হবে।

৯.২। এমতাবস্থায়, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের বর্ণিত পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কাজের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ অবহিত হন এবং এ রকম কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালককে ধন্যবাদ জানান।

আলোচনার আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সভাপতি সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ: /০১/২০১৫

০৪.০১.২০১৫

(ওবায়দুল কাদের, এমপি)
মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ